‘গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনা’ প্রস্তুতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা বা ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের বার্ষিক পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ বিভাগ
৯ম তল, জয়েন্ট অ্যাডমিনিসট্রেটিভ বিল্ডিং
ব্লক- এইচ.সি., প্লট- ৭, সেক্টর- ৩
সল্টলেক সিটি, কোলকাতা- ৭০০ ১০৬

মেমো নং ৫৪৩৩/আর.ডি./পি/এন.আর.ই.জি.এ./ ১৮বি-০১/ ১৪ তারিখ : ২৪/১১/২০১৬

প্রেরক ঃ কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
প্রাপক ঃ প্রধান সচিব, জি.টি.এ.
জেলা শাসক ও জেলা প্রকল্প সমন্বয়কারী (সব জেলা)
অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও প্রকল্প আধিকারিক, মহাত্মা গান্ধী এন.আর.ই.জি.এ. (সব ব্লক)
প্রধান (সব গ্রাম পঞ্চায়েত)

বিষয় ঃ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন ও প্রকল্পের পরিকল্পনা ও রূপায়ণের বিস্তারিত নির্দেশিকা

মহাশয় / মহাশয়া,

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন রূপায়ণের জন্য এই রাজ্যের যে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প চালু রয়েছে তাতে পরিকল্পনা ও প্রকল্প রূপায়ণের একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা এখানে দেওয়া হল । আগামী অর্থবর্ষে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য যে পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে তার পদ্ধতি প্রকরণ সম্পর্কে এই নির্দেশিকাতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে । এই পরিকল্পনা আমাগী বছরের গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উপপরিকল্পনা হিসাবে তৈরী করতে হবে ।

এই সঙ্গে প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি ও এই প্রকল্পে ঠিক কোন কোন কাজগুলি এ বছরে ও আগামী বছরগুলিতে রূপায়ণ করা যাবে সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নির্দেশ এই নির্দেশিকাতে দেওয়া আছে । সমগ্র প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক দিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতসহ সকল প্রকল্প রূপায়ণকারী কর্তৃপক্ষ, প্রকল্প আধিকারিক ও জেলা প্রকল্প সমন্বয়কারীদের এখন থেকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে এই বিস্তারিত নির্দেশিকা মেনেই কাজ করতে হবে ।

নির্দেশিকাটি মেনে চলার জন্য সর্বস্তরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার জন্য জেলা প্রকল্প আধিকারিকদের অনুরোধ করা হচ্ছে ।

ভবদীয়,

(দিবেন্দ্যু সরকার)

	সূচীপত্র	
১)	প্রেক্ষাপট	১
২)	২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অগ্রাধিকার	২
২.১)	বাক্তিগত জমিতে সেচ পুকুর খনন	২
২.২)	ব্যক্তিগত জমিতে কেঁচো সার ও গোবর সার (ভার্মি ও নাদেপ কম্পোস্ট) তৈরীর পরিকাঠামো নির্মান	৪
২.৩)	পারিবারিক শৌচাগার তৈরী	৫
২.৪)	অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের গৃহনির্মাণ	৬
২.৫)	বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষপাট্টা	৭
৩)	সুসংহত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প	৯
৪)	সমন্বয়	১২
৪.১)	খাদ্য প্রক্রিয়াকরন ও উদ্যানপালন বিভাগ	১৩
৪.২)	জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ	১৩
৪.৩)	কৃষি বিপনন বিভাগ	১৪
৪.৪)	সেচ ও জলপথ বিভাগ	১৪
৪.৫)	ক্রীড়া বিভাগ	১৪
৪.৬)	মৎস বিভাগ	১৫
৪.৭)	বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	১৫
৪.৮	প্রাণী সম্পদ বিভাগ	১৫
৪.৯	বন বিভাগ	১৬
৪.১০)	শিশু বিকাশ বিভাগ	১৬
৪.১১)	বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি	১৭
৪.১২)	শিল্প ও বানিজ্য বিভাগ	১৭
৪.১৩)	পরিবেশ বিভাগ	১৭
৪.১৪)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১৭
৪.১৫)	গৃহ বা হাউজিং বিভাগ	১৮
৪.১৬)	এম.এস.এম.ই. বিভাগ	১৮
৪.১৭)	ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ	১৮
৪.১৮)	জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী বিভাগ	১৮

৪.১৯	পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ	১৯
৪.২০	পর্যটন বিভাগ	১৯
৪.২১	পৌর বিষয়ক বিভাগ	১৯
৪.২২	নগর উন্নয়ন বিভাগ	২০
৪.২৩	পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অন্যান্য প্রকল্প	২০
৪.২৪	অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়	২১
৫.	মহাত্মা গান্ধী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে বর্তমানে কি কি কাজ করা যেতে পারে	২১
৬.	পরিকল্পনা প্রস্তুতির প্রক্রিয়া	৩১
৬.১	১০০ দিনের কাজের উপ পরিকল্পনা রচনার জন্য আমরা	৩২
৬.২	গ্রাম স্তরের পরবর্তীতে গ্রাম পঞ্চায়েতে করণীয় কাজ	৩৪
৬.৩	ব্লক স্তরে করণীয় কাজ	৩৪
৬.৪	ব্লক থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পরে জেলা স্তরে করণীয় কাজ	৩৫
৭.	পরিকল্পনার সময়সূচী	৩৬
৮.	উপসংহার	৩৬

'গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রস্তুতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা বা ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের বার্ষিক পরিকল্পনা

১) প্রেক্ষাপট

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন রূপায়ণ করার উদ্দেশ্যে রাজ্যে রয়েছে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প । এই প্রকল্পে আগামী অর্থবর্ষে কতগুলি পরিবার কতদিন কাজ পাবে, সেই কাজ দিতে গেলে কোন কোন প্রকল্প হাতে নিতে হবে, এজন্য কত টাকা ব্যয়িত হবে তার গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক, মাস ভিত্তিক খসড়া তৈরীর কাজটি সাধারণভাবে 'লেবার বাজেট' প্রস্তুতির প্রক্রিয়া বলে পরিচিত । এখন থেকে এই প্রস্তুতিপর্বকে 'লেবার বাজেট' না বলে 'মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতির প্রক্রিয়া' বলা হবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও বেশী জনমুখী করে তুলতে ও স্থানীয় মানুষের প্রত্যক্ষ উদ্দ্যোগে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উন্নয়নের রূপরেখা তৈরী করার উদ্দেশ্যে দেশজুড়ে 'গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনা ; সংক্ষেপে 'জি.পি.ডি.পি.' প্রস্তুতির প্রক্রিয়া চালু হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ জেলাস্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজ স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত নয় । গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত গ্রামোন্নয়নের কাজের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প এবং তাই এই প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা 'জি.পি.ডি.পি.'র উপপরিকল্পনা হিসাবে প্রস্তুত করতে পারলে উভয় উদ্যোগের ক্ষেত্রেই অনেক বেশী অর্থবহ পরিকল্পনা রচনা সম্ভব । শুধু তাই নয়, জি.পি.ডি.পি.র বৃহত্তর দিশা যখন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকায় সদর্থক পরিবর্তন আনতে জন-উদ্যোগে পরিবার ভিত্তিক ও সমষ্টিভিত্তিক বা এলাকাভিত্তিক অবস্থা-অবস্থান, সমস্যা-সমাধান চিহ্নিত করে ঐ সব সমস্যাগুলিকে দূর করে মানুষের অবস্থা-অবস্থানে সদর্থক পরিবর্তন আনা, তখন মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুতির প্রক্রিয়াটি 'জি.পি.ডি.পি.' প্রক্রিয়ার 'এনট্রি পয়েন্ট অ্যাকটিভিটি' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে । এই

উপপরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজ যত বেশী দক্ষতার সঙ্গে যতটা সম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সেরে ফেলা যাবে তত বেশী সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজে গতি আসবে । সেই সঙ্গে এই উপপরিকল্পনা প্রস্তুতি প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত সহভাগি পদ্ধতি প্রকরণের আশ্রয় নেওয়া হবে ও তার ভিত্তিতে যে সমস্ত তথ্য সারণী, মানচিত্র প্রভৃতি উঠে আসবে সেই সব বৃহত্তর জি.পি.ডি.পি. প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে যাবে এবং সেই প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করবে । এজন্যই এবছরের এই পরিকল্পনা ও উপপরিকল্পনাকে সমন্বিতভাবে পরিচালনার সিদ্ধান্ত । এই স্বমন্বয় ঠিক কিভাবে ঘটবে, এই প্রক্রিয়ায় কারা যুক্ত হবেন, ধাপগুলি কি হবে, পদ্ধতি প্রকরণ কি হবে, সময়সীমা কি ধার্য করা হয়েছে এসমস্ত আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অগ্রাধিকারগুলি কি হবে ।।

২) ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অগ্রাধিকার

এই প্রকল্পে যে কোন কাজ চিহ্নিত করার আগে ভেবে নিতে হবে যে সেই কাজটি কি ধরনের সম্পদ সৃষ্টি করবে ? সম্পদ পরিবারের ব্যবহারযোগ্য হতে পারে, সম্পদ সমষ্টির কাজে লাগে এমনও হতে পারে । কিন্তু উৎপাদনশীল ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করে না এমন কোন কাজ হাতে নেওয়া যাবে না । পাশাপাশি লক্ষ্য রাখতে হবে গ্রামের অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক সম্পদের সৃষ্টির দিকে । লক্ষ্য রাখতে হবে জল ও মাটির সংরক্ষণ ও উন্নতিসাধনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সদর্থক পরিবর্তন আনার দিকে । লক্ষ্য রাখতে হবে বৃক্ষসম্পদ সৃষ্টির ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার দিকে । লক্ষ্য রাখতে হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামোর প্রসারের দিকে । লক্ষ্য রাখতে হবে খরা-বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার উপযোগী পরিকাঠামো সৃষ্টির দিকে । এবং অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে প্রকৃতপক্ষে ১০০ দিনের কাজের ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলির কর্মসংস্থানের দিকে । এইসব নিয়েই জাতীয় স্তরে এই প্রকল্পের কতগুলি অগ্রাধিকারের দিক চিহ্নিত হয়েছে । এই অগ্রাধিকারগুলির প্রতিটিই আমাদের আগামী বছরের প্রকল্প রূপায়নের অগ্রাধিকার হবে ।

(২.১) ব্যক্তিগত জমিতে সেচ পুকুর খনন

আমাদের গোটা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পুকুর । ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের জমিতে জলসেচের জন্য এইসব ছোট ছোট পুকুরগুলির ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এটা সত্যি যে জলসেচের কাজে বৃহত্তর জলসেচ প্রকল্প যেখানে নদী থেকে বড়ো বড়ো খাল ও সেই সব

বড়ো বড়ো খাল থেকে অপেক্ষাকৃত ছোটো বা মাঝারি খালের মাধ্যমে জল জমিতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব এমন প্রকল্প বিশেষভাবে রূপায়ণ করা দরকার । এটাও সত্যি যে গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে মাটির তলার জল তুলে এনে তা জলসেচের কাজে লাগানোও দরকার । কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই কিছু সমস্যা আছে । প্রথমতঃ সেচখালের বিস্তৃতি সর্বত্র সমান নয় এবং বেশ বড়ো সংখ্যক জমিতে ঐ সব সেচখাল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় নি । প্রত্যকটি বৃহত্তর জলসেচ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট 'কমান্ড এরিয়া' বা 'সেচ সেবিত এলাকা' থেকে যার বাইরে ঐ প্রকল্পের জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জলের যোগানেরও সমস্যা আছে । দ্বিতীয়তঃ মাটির তলার জল নলকূপের মাধ্যমে তুলে আনার প্রবনতা যত বাড়ে ততই ভুগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যেতে থাকে এবং এর ফলে বছরের অনেকটা সময়ে জলের যোগানে টান পড়ে । এর বিকল্প হিসাবে ছোট ছোট জমিতে জল যোগানের ক্ষেত্রে ছোট / মাঝারি পুকুরগুলির ভূমিকা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । কোন একজন বা কয়েকজনের ব্যক্তি মালিকানায় থাকলেও ঐসব পুকুরের জল পার্শ্ববর্তী কৃষকের জমিতে সেচের কাজে লাগে । সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত জমিতে পুকুর খননের সময়ে ঐ ব্যক্তির কাজ থেকে একটা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে, যে চুক্তিবলে তিনি জল থাকলে তা পার্শ্ববর্তী কৃষকের জমিতে সেচের কাজে দিতে বাধ্য থাকেন । এভাবে বিগত ১০ বছরে এই রাজ্যে কয়েক লক্ষ পুকুর খনন করা হয়েছে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীন কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অর্থ ব্যবহার করে, এই প্রকল্পের মধ্যে নথিভুক্ত জবকার্ডধারীদের শ্রম ব্যবহার করে ।

২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে এই পুকুর খননের কাজের ওপর জোর দেওয়া হবে । তবে ব্যক্তিগত জমিতে আমরা কেবল নতুন পুকুরই খনন করবো । কোন চালু ব্যক্তিগত পুকুরের সংস্কার বা পুনঃখননের কাজে এই প্রকল্পের অর্থ ব্যবহার করা যাবে না । কৃষিজমিতে পুকুর খননের পাশাপাশি চিহ্নিত পিছিয়ে থাকা পরিবারের বসবাসের বাড়ির পাশে ছোট পুকুর ও নতুন করে খনন করা যাবে কারণ এই পুকুরগুলিও একাধারে বাড়ির পাশে সব্জিচাষে জল যোগানের ক্ষেত্রে ও অন্যদিকে মাছ চাষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে । সব মিলিয়ে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের বড়ো অংশ, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার বড়ো অংশে 'ক্ষেতপুকুর' বা 'র্ফাম পন্ড' ও অন্য সব জেলাতে 'মাছ পুকুর' ও কিছু কিছু 'ক্ষেত পুকুর' খননের সুযোগ এখানও অনেকটাই আছে ।

(২.২) ব্যক্তিগত জমিতে কেঁচো সার ও গোবর সার (ভার্মি ও নাদেপ কম্পোস্ট) তৈরীর পরিকাঠামো নির্মান

মিশন নির্মল বাংলার অধীনে রাজ্যে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে গ্রামগুলি নির্মল হয়ে উঠছে । এর প্রাথমিক কাজ হল প্রতিটি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার তৈরী, শৌচাগার ব্যবহারে ব্যাপক প্রচার ও খোলা জায়গায় মলত্যাগকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে ফেলা । কিন্তু শুধুমাত্র মলই পরিবেশের নির্মলতার পরিপন্থী এমনটা ভাবার কোন কারন নেই । মানুষের মলের পাশাপাশি প্রতিদিন প্রতিটি পরিবারে যে পরিমান আবর্জনা তৈরী হয় তার নিরাপদ নিস্কাশনও অত্যন্ত জরুরী । আবর্জনার দুটি ভাগ । পচনশীল ও অপচনশীল । অপচনশীল আবর্জনার নিরাপদ নিস্কাশনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতব্যাপী বৃহত্তর পরিকল্পনার প্রয়োজন । পচনশীল আবর্জনার বেশ কিছুটা অংশও এজন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে অপেক্ষাকৃত বড় পরিকাঠামো নির্মাণ করে সেখানে নিয়ে এসে তার সুষ্ঠ ব্যবহারের পরিকল্পনা করাই যায় । কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি বড়ো পরিকাঠামো তৈরী করে সেখানে সবকটি পরিবারের প্রতিদিনকার পচনশীল আবর্জনা নিয়ে আসা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ । এরচেয়ে অনেক সহজ পরিবার স্তরে সারগাদা তৈরী করে সেখানেই কেঁচোসার বা গোবরসার তৈরীর ব্যবস্থা করে ফেলা । এক্ষেত্রে যে পরিবারে ঐ সার তৈরীর পরিকাঠামো তৈরী হবে সেই পরিবারের জন্য নিয়মিত উপার্জনেরও একটা ব্যবস্থা হতে পারে । এই প্রেক্ষিতে এজন্য নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছে ।

(i) গ্রাম পঞ্চায়েতে শহর ঘেঁসা বা আধা শহরের চরিত্র আছে এমন এলাকায় একটি করে সমষ্টিগত পরিকাঠামো তৈরী করার চেষ্টা করা হবে । এক্ষেত্রেও মিশন নির্মল বাংলায় প্রাপ্ত অর্থের সঙ্গে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের ও প্রয়োজন হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যানো সূত্র থেকে পাওয়া অর্থেরও অংশবিশেষ ব্যবহার করা হবে । এই রকম একটা পরিকাঠামো গড়ে দু'হাজারের মতো পরিবার থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবশিষ্ট যে ২০০০ - ২৫০০ পরিবার রয়ে গেল, যেগুলির অবস্থান ঐ বড়ো পরিকাঠামোর স্থান থেকে দূরবর্তী এলাকায়, তাদের জন্য স্বতন্ত্র কৌশল নেওয়া হবে । ঐ সমস্ত গ্রামে প্রাথমিকভাবে প্রতি দশটি পরিবারের একটিতে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে একটি করে ব্যক্তিগত সার তৈরীর পরিকাঠামো তৈরী করা হবে । এক্ষেত্রে তপশীলে নির্দিষ্ট অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে । ঐ পরিবারের একজন মহিলা সদস্যকে চিহ্নিত করে তাকে সার তৈরীর প্রকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে । এজন্য একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের মডিউল তৈরি করা হয়েছে বি.আর.আম্বেদকর. রাজ্য

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে । ঐ প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হলে পরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলার বাড়িতে উঠোনে বা পার্শ্ববর্তী জমিতে কেঁচোসার বা গোবরসার তৈরীর পরিকাঠামো তৈরী হবে ১০০ দিনের প্রকল্প থেকে । এজন্য শ্রম দেবেন ঐ পরিবারের সদস্যরাই । সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় মালমশলা ক্রয় করবে গ্রাম পঞ্চায়েত । একাজে গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠিদের নিয়ে তৈরী ফেডারেশনের সাহায্য নেবে । চিহ্নিত কিছু ফেডারেশনকে পরীক্ষামূলকভাবে এজন্য 'পি.আই.এ.' বা প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থার মর্যাদাও দেওয়া যেতে পারে । প্রশিক্ষণের কাজেও 'আনন্দধারা' প্রকল্পের সাহায্য নেওয়া যাবে । রাজ্যে বেশ কয়েকটি অসরকারি / স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানও এ ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে । তাদেরও ব্যবহার করা যায় । যাই হোক না কেন, ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে আমরা কেবলমাত্র পরিকাঠামোটাই তৈরী করবো ; দৈনন্দিন সার তৈরীর কাজে ১০০ দিনের প্রকল্প থেকে কোন অর্থ বিনিয়োগ করা যাবে না । ঐ পরিবার নিজের প্রয়োজনেই নিজেদের পরিবারের সৃষ্ট বর্জ্য ও পার্শ্ববর্তী আরও অন্যান্য ৪ থেকে ৯ টি পরিবারে সৃষ্ট পচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে কয়েকটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শুকিয়ে, গোবর / কেঁচো মিশিয়ে সারে পরিনত করবে । এই সমস্ত সার গ্রাম পঞ্চায়েত কেন্দ্রীয়ভাবে সংগ্রহ করে তা বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয় । এক্ষেত্রে কৃষিবিভাগ, উদ্যানপালন বিভাগ ও বনবিভাগের সাহায্য দেওয়া যেতে পারে । এই বিভাগগুলি তাদের প্রয়োজনে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে একসঙ্গে সার কিনে নিতে পারে । সার বিক্রির অর্থের ১০ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিলে জমা করে বাকি ৯০ শতাংশ অর্থ ঐ পরিবারের দেওয়া যেতে পারে । এজন্য, প্রয়োজনীয় চুক্তিপত্র করে নিতে হবে । এভাবে আগামী অর্থবর্ষে একেকটা গ্রাম পঞ্চায়েত ১০০টা থেকে ২০০টা পর্যন্ত ভার্মি / নাদেপ কম্পোটিং- এর পরিকাঠামো তৈরীর পরিকল্পনা নিতে পারে ।

(২.৩) পারিবারিক শৌচাগার তৈরী

পারিবারিক শৌচাগার তৈরীর মূল কাজটা হয় 'মিশন নির্মল বাংলা'র মাধ্যমে । ঐ মিশনে প্রতিটি পরিবারে পারিবারিক শৌচাগার তৈরীর জন্য পরিবার ৯০০ টাকা বা আরও বেশী অর্থ বিনিয়োগ করে । সেই সঙ্গে সরকার থেকে পাওয়া যায় ১০০০০ টাকা । এই সঙ্গে শৌচাগার পিছু আরও ২০০০ টাকা সমষ্টিগত উৎসাহভাতা (কমিউনিটি ইনসেনটিভ) হিসাবে আলাদা করে রাখা হয় যেটা পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহার করা যায় । কিন্তু মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্প থেকেই প্রতিটি পরিবারের জন্য শৌচাগারের ব্যবহারের সুযোগ তৈরী করে দেওয়া যাচ্ছে না । প্রথমত, এজন্য ২০১২ সালে যে বেসলাইন সার্ভে হয়েছিল তাতে বেশ কিছু পরিবার বাদ পরে গেছে বা বেশ কিছু পরিবারে শৌচাগার না

থাকলেও তাদের শৌচাগার আছে বলে দেখানো হয়ে গেছে। অথচ এইসব পরিবার সহ সবকটি পরিবারের শৌচাগার ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে কোন এলাকা নির্মল হতে পারে না । এজন্য জাতীয় ও রাজ্যস্তরে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের মাধ্যমে ঐ সমস্ত পরিবারে ও অন্যান্য পরিবারে পারিবারিক শৌচাগার নির্মাণ করা হবে । এজন্য নিম্নলিখিত লক্ষ্যদল অগ্রাধিকার পাবে :

ক) যে কোন আবাস যোজনায় যে সমস্ত গৃহনির্মাণ হবে সেই সমস্ত পরিবার

খ) বেসলাইন সার্ভের বাইরে রয়ে গেছে অথচ পারিবারিক শৌচাগার নেই এমন সব পরিবার - অবশ্যই পূর্বতন বি.পি.এল. তালিকাভুক্ত অথবা পরিবারকে পূর্বতন এ.পি.এল. হলেও কয়েকটি বিশেষ বিভাগের মধ্যে থাকতে হবে ।

গ) ঐ একই শর্তসাপেক্ষে বেসলাইন সার্ভেতে নাম আছে এবং শৌচাগার আছে বলে দেখানো থাকা সত্ত্বেও আসলে নেই এমন পরিবার ।

এই তিন অগ্রাধিকারভুক্ত পরিবারগুলিকে নেওয়ার পর প্রয়োজনে বেসলাইন সার্ভেভুক্ত অন্যান্য পরিবারের ক্ষেত্রেও ১০০ দিনের প্রকল্পে শৌচাগার নির্মাণ করা সম্ভব ।

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে পরিকল্পনা প্রস্তুতির প্রক্রিয়ার অংশহিসাবে এই সমস্ত পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলিকে আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে যাতে করে আগামী অর্থবর্ষের মধ্যেই ঐসব পরিবারে শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায় ।

(২.৪) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের গৃহনির্মাণ

অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের পুষ্টি, প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা ও টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে । গর্ভবতী ও প্রসুতি মায়েদের পুষ্টি ও টিকাকরণের ক্ষেত্রেও অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলি ভূমিকা নিয়ে থাকে । দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের রাজ্যে এখনও বেশ বড়ো সংখ্যাক অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের নিজস্ব পরিকাঠামো নেই । অথচ ঐ সব কেন্দ্রে নথিভুক্ত শিশুদের স্বার্থে ঐ পরিকাঠামো তৈরী করা অত্যন্ত জরুরী । একটি কেন্দ্রের নূন্যতম পরিকাঠামোর মধ্যে থাকবে একটা শিশুদের শেখার ঘর যেখানে নানা ধরনের শারীরিক ও বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুদের বিকাশে সহায়তা দেওয়া হয় । ঐ ঘরটিকেই একই সঙ্গে শিশুর খাওয়ার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করা হয় । খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী রাখার জন্য একটা ভাঁড়ার ঘর । ওপরে ছাদ দেওয়া রান্নার জায়গা । শিশুদের ব্যবহারের উপযোগী শৌচাগার ও সঙ্গে বাচ্চাদের খেলাধূলার জন্য কিছুটা জায়গা যেখানে তাদের উপযোগী খেলাধূলার কিছু পরিকাঠামো থাকবে । এই সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলি নির্মান করার জন্য প্রয়োজনীয়

অর্থের সবটাই সরকারের শিশু উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে ব্যবস্থা করতে গেলে অনেক দিন সময় লেগে যাবে । তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে চিহ্নিত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য বিভাগীয় কেন্দ্রপ্রতি ২ লক্ষ টাকার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে কেন্দ্রপিছু ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে । এই দুই প্রকল্পের সমন্বয়ে সংগৃহীত ৭ লক্ষ টাকা দিয়ে কেন্দ্রের মূল পরিকাঠামোটি নির্মাণ করা হবে । এর সঙ্গে সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী অন্য কোন অর্থের সূত্রের সমন্বয় ঘটানো গেলে ঐ অতিরিক্ত অর্থ থেকে পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ করা যেতে পারে । এজন্য আমাদের দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ:

ক) নিজস্ব পরিকাঠামো নেই এমন কেন্দ্রগুলিকে চিহ্নিত করা

খ) ঐ সমস্ত কেন্দ্রগুলির জন্য যতটা সম্ভব কাছাকাছি ও শিশুরা স্বচ্ছন্দে পৌছাতে পারে এমন জায়গা চিহ্নিত করা । যেহেতু এক্ষেত্রে জমি কেনার কোন সুযোগ নেই, এজন্য সরকারী, পঞ্চায়েত ন্যস্ত বা দান হিসাবে পাওয়া জমি চিহ্নিত করতে হবে ।

গ) জমির বিস্তারিত বিবরণ (অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ সহ) ও কাগজপত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শিশু উন্নয়ন বিভাগে পাঠানো

ঘ) তালিকা তৈরী হয়ে গেলে সম্ভাব্য খরচের হিসাব ও অর্থের সম্ভাব্য সূত্রসহ ঐ তালিকা জেলা শাসকের মাধ্যমে শিশু উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে পাঠানো

ঙ) একটি মডেল এস্টিমেট বা প্রাক্কলন সামনে রেখে প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য একটি করে 'প্লান ও এসস্টিমেট' তৈরী করা

চ) গ্রাম সংসদ, গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক ও জেলার অনুমোদন সাপেক্ষে পি.আই.এ. নির্দিষ্ট করে ১০০ দিনের কাজের ৫ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া টাকা দিয়ে কেন্দ্রের পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু করা । এজন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক শৃঙ্খলা ও প্রক্রিয়া বজায় রাখতে হবে ।

আগামী অর্থবর্ষে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ন্যুনতম ৩টি কেন্দ্র চিহ্নিত করে অন্ততঃপক্ষে ২টি কেন্দ্রের পরিকাঠামো নির্মানের কাজ করে ফেলতে পারে ।

(২.৫) বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষপাট্টা

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকা ইতিপূর্বেই জারি করা হয়েছে । ১০০ দিনের কাজে বৃক্ষরোপন হবে মূলত চারটি বিভাগে

ক) রাস্তার ধারে / খাল পাড়ে সারিবদ্ধ বনসৃজন বা স্ট্রিপ প্ল্যানটেশন

খ) সরকারী / পঞ্চায়েত ন্যস্ত চাষ হয় না এমন একলপ্তে প্রাপ্ত জমিতে বনসৃজন বা ব্লক প্ল্যানটেশন

গ) কোন প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোয় বনসৃজন বা ইন্সটিটিউশনাল প্ল্যানটেশন

ঘ) ব্যক্তিগত জমিতে বনসৃজন বা আই.বি.এস. প্ল্যানটেশন

প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোয় বনসৃজন ব্লক প্ল্যানটেশন বা হেজ প্ল্যানটেশন (বেড়া গাছ) হতে পারে । রাস্তা, নদী বা খালপাড়ের বনসৃজনের মধ্যে মাটি সংরক্ষণের জন্য ভেটিভার ঘাস জাতীয় প্ল্যানটেশন হতে পাবে । ব্যক্তিগত বনসৃজনের আওতায় একটু বড়ো জমিতে ব্লক প্ল্যানটেশন বা বা উঠোনে ফলের গাছের চাষও হতে পারে । আই.বি.এস. প্ল্যানটেশন বা উঠোনে ফলের গাছের চাষও হতে পারে । আই.বি.এস. প্ল্যানটেশনের ক্ষেত্রে ঐ পরিবারকে অতি অবশ্যই ব্যক্তিগত প্রকল্প পাওয়ার জন্য যোগ্য হতে হবে । এই সঙ্গে বনবিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ে বনাঞ্চলে বা বনাঞ্চলের পাশাপাশি এলাকায় বনসৃজনের কাজ করা যেতে পারে ।

যে কোন সরকারী বা প্রাতিষ্ঠানিক জমিতে বনসৃজনের ক্ষেত্রে (তা সে স্ট্রিপ বা ব্লক যে ধরনেরই হোক না কেন) প্রাথমিক শর্ত হবে বৃক্ষপাট্টা । রাস্তা, খাল, প্রতিষ্ঠান বা জমির পাশাপাশি বসবাসকারী জবকার্ড আছে, ও ১০০ দিনের প্রকল্পে সাধারনভাবে কাজ করে এমন কিছু পরিবারকে চিহ্নিত করে সেই সমস্ত পরিবারকে ৫০ থেকে ২০০টা গাছের দায়িত্ব দিতে হবে । কি ধরনের গাছ লাগানো হবে তা স্থির করতে ঐ পরিবারগুলির মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে । গাছ লাগানোর জন্য গর্ত খোঁড়া থেকে শুরু করে গাছ লাগানোর কাজে তাদেরকে যুক্ত করতে হবে । বৃক্ষপাট্টা নামের একধরনের লিখিত চুক্তিপত্রের মাধ্যমে ঐ গাছগুলির স্বত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ঐ সব পরিবারকে অর্পন করতে হবে । বৃক্ষপাট্টার কাগজটিতে অবশ্যই প্রকল্পের নাম, প্রকল্প রূপায়ণের তারিখ, প্রজাতি অনুযায়ী গাছের সংখ্যা লিখে দিতে হবে । সেই সঙ্গে ঐ গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণে পরিবারের দায়িত্ব ও অধিকার, গাছ বাঁচিয়ে রাখা সাপেক্ষে প্রাপ্তব্য মাসিক মজুরীর পরিমান, গাছের ফলে, ডাল পাতায় ও গাছ কাটার ক্ষেত্রে কাঠে ঐ পরিবারকে অধিকার (শতাংশ হিসাবে) লিখে দিতে হবে । তবে ভেটিভার ঘাস লাগানোর প্রকল্পে কোন বৃক্ষপাট্টা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিত মজুরীর ব্যবস্থা করা হবে না । আগামী বছরের বার্ষিক পরিকল্পনায় বৃক্ষরোপণের এই বিষয়গুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে । তবে একই জমিতে একাধিকবার গাছ লাগানো যাবে না । একবার প্রকল্প রূপায়ণ করে কোন জমিতে গাছ লাগানো হলে তা

বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আই.বি.এস.-এর ক্ষেত্রে বৃক্ষপাট্টা প্রাপকের । বনবিভাগের জমিতে, বিশেষতঃ সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গাছ লাগানো হলে বৃক্ষপাট্টার পরিবর্তে বনবিভাগের নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী বনসুরক্ষা সমিতি (ফরেস্ট প্রোটেকশন কমিটি) সম্মিলিতভাবে গাছের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ও পরবর্তীতে উৎপাদনের অংশবিশেষে ভাগ পাবে ।

৩) সুসংহত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প

১০০ দিনের কাজের মূল অভিমুখটিই হল কৃষিজমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা । এজন্য কোন বছরে কোন জেলায় এই প্রকল্পে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তার নূন্যপক্ষে ৬০ শতাংশ অর্থ কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট কাজে খরচ করা বাধ্যতামূলক । আমাদের রাজ্যসহ বিভিন্ন রাজ্যে এজন্য যথেষ্ট সদর্থক উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক সময়েই সুপরিকল্পিতভাবে কাজ না করে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি প্রকল্প ছাড়া ছাড়াভাবে ব্যক্তিগত জমিতে বা সমষ্টিগতভাবে রূপায়িত হওয়ায় কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায় না । এই পরিপ্রেক্ষিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি মন্ত্রক একত্রিতভাবে 'মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প', 'সুসংহত জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প' (আই.ডব্লু.এম.পি.) ও প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চয়ী যোজনা (পি.এম.কে.এস.ওয়াই.) - এর সমন্বয়ে সুসংহত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি রূপরেখা তৈরী করেছে । এই রূপরেখাটি আগামী অর্থবর্ষে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের অন্যতম সূচীমুখ হবে ।

এই রূপরেখায় সমগ্র দেশের ১১২টি জেলাকে সর্বাধিক সেচ বঞ্চিত জেলা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে আমাদের রাজ্যের পুরুলিয়া জেলা । সেই সঙ্গে মাটির নীচের জলকে অত্যন্ত বেশী শুষে নেওয়া হয়েছে এমন ১০৬৮টি ব্লক ও ২১৭ টি 'ক্রিটিকাল ব্লক' চিহ্নিত করা হয়েছে । অবশ্য এই শেষ দুই তালিকায় আমাদের রাজ্যের কোন ব্লক নেই । সেই সঙ্গে সেচবিভাগের কম্যান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মধ্যে আমাদের রাজ্যের 'দামোদর উপত্যকা প্রকল্প', 'কংসাবতী প্রকল্প', 'তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প' ও 'ময়ূরাক্ষী প্রকল্প' গুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে । সর্বোপরি, সমস্ত চিহ্নিত জলবিভাজিকা প্রকল্পগুলিকেও এই যৌথ উদ্যোগের মধ্যে আনার কথা বলা হয়েছে ।

আমাদের রাজ্যের পুরুলিয়া জেলা ও চিহ্নিত কমান্ড এরিয়াগুলিতে কাজ করার পাশাপাশি আমরা সমগ্র রাজ্যজুড়ে আগামী বছরে 'প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা'র ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নিতে চাইছি যা পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে ।

তিনটি মন্ত্রকের দেওয়া মূল নির্দেশিকাতে জীবিকার সংস্থানের স্বার্থে সমগ্র পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায়, উপভোক্তা চিহ্নিতকরণে ও প্রকল্প রূপায়ণ, দেখাশোনার কাজে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন বা অজীবিকা বা আমাদের আনন্দধারা প্রকল্পের ও স্বনির্ভর দলের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের কথা বলা হয়েছে । সর্বশেষে যে সমস্ত প্রকল্প প্রস্তাব উঠে আসবে সেগুলি অবশ্যই গ্রাম সংসদ / গ্রাম সভার অনুমোদন নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে পেশ করা হবে ও গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এইসব প্রস্তাবগুলিকে একত্রিত করে (সেই সঙ্গে গ্রাম সংসদ থেকে সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রস্তুতিকালে উঠে আসা অন্যান্য প্রস্তাবগুলিকে যোগ করে) গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরী হবে । এজন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প ও প্রাককলন তৈরী করবেন গ্রাম পঞ্চায়েতে এরজন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীবৃন্দ ।

জলবিভাজিকা ভিত্তিক কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের কাজের ক্ষেত্রে তিনটি বিভাগের কথা বলা হয়েছে :

ক) যেখানে বর্তমানে আই.ডব্লু.এম.পি. প্রকল্প চালু নেই সেখানে শুধুমাত্র কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের মাধ্যমেই জলবিভাজিকা ভিত্তিক কাজ হাতে নেওয়া যাবে । সেক্ষেত্রে কতকগুলি শর্ত মানতে হবে ।

- সমগ্র জলবিভাজিকা অঞ্চলের জন্য সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে । পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হবে ভূমিক্ষয় রোধ, বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা ও বনসৃজন । এক্ষেত্রে একটি সর্বাঙ্গীন জলবিভাজিকা উন্নয়নের পরিকল্পনা ছাড়া কোন বিচ্ছিন্ন কাজের অনুমোদন দেওয়া যাবে না ।

- পরিকল্পনা তৈরী করার সময় জলবিভাজিকার প্রান্তসীমায় অপেক্ষাকৃত উঁচু, রুক্ষ, তফসীল জমি থেকে জলবিভাজিকার মধ্যস্থানের নীচু, উর্বর জমির দিকে যেতে হবে । একে বলা হয় 'রিজ টু ভ্যালি' । প্রাথমিকভাবে কাজ হবে 'রিজ' এলাকায় । পরবর্তীতে প্রয়োজনে 'ভ্যালি' এলাকাতেও কাজ করা যাবে । এজন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজে যেখানেই সম্ভব উপগ্রহ থেকে পাওয়া মানচিত্রের সাহায্য নিতে পারলে ভালো হয় ।

- জলবিভাজিকা ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রস্তুতি ও কাজের সুনির্দিষ্ট এলাকাগুলি চিহ্নিত করার জন্য কৃষিবিভাগের আই.ডব্লু.এম.পি. -র সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক ও কর্মীবাহিনীর সাহায্য নিতে হবে । প্রশিক্ষণ লাগবে নির্মান সহায়ক, এস.টি.পি. গ্রাম রোজগার সহায়ক ও স্থানীয় সুপারভাইজারদের । এই প্রশিক্ষণের খরচ ১০০ দিনের কাজের প্রশাসনিক ব্যায়ের খাত থেকে আসবে ।

- সাধারণভাবে জলবিভাজিকা উন্নয়নের কাজ ক্লাস্টার ভিত্তিক ভাবে রূপায়িত হবে ।
- যেখানে আই.ডব্লু.এম.পি.-তে প্রকল্প অনুমদিত হয়েছে সেখানে এই দুই প্রকল্পের সমন্বয় ঘটানো হবে । সাধারনভাবে কাঁচামালের বা মালমশলা বাবদ বেশী অর্থ ব্যয় হয় এমন কাজগুলি আই.ডব্লু.এম.পি.-তে ও শ্রমনিবিড় কাজগুলি ১০০ দিনের প্রকল্পে নেওয়া হবে । কোন অবস্থাতেই একই কাজ দুটি প্রকল্পে দেখানো যাবে না ।
- যেখানে আই.ডব্লু.এম.পি.-তে নতুন প্রকল্প ইতিমধ্যেই রূপায়নের পর্যায়ে আছে সেখানে সেইসব বিশেষত :

  শ্রমনিবিড় কাজগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে যেগুলি বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাব বা ডি.পি.আর.-এ আছে কিন্তু রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান আই.ডব্লু.এম.পি.-তে নেই । ঐ প্রকল্পগুলিকে ১০০ দিনের কাজের মধ্যে যুক্ত করে সেই প্রকল্পের অর্থ থেকে রূপায়ণ করা হবে ।
- ডি.পি.আর. যেখানে অসম্পূর্ণ বা অপ্রতুল সেখানে ডি.পি.আর. সংশোধন করে ১০০ দিনের প্রকল্পের অর্থে রূপায়ণ করা যায় এমন কাজগুলিকে যুক্ত করে নিতে হবে ।
- যখনই কোন নতুন আই.ডব্লু.এম.পি. প্রকল্প অনুমোদিত হবে, অতি অবশ্যই তার বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা এই দুই প্রকল্পের সমন্বয়ে তৈরী হবে ।

কম্যান্ড এরিয়া ডেভেলেপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের

i) দামোদর ভ্যালি কম্যান্ড সিস্টেম

ii) কংসাবতী কমান্ড এরিয়া

iii) তিস্তা ব্যারেজ

iv) ময়ুরাক্ষী প্রকল্পে কাজ চলছে ।

এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সেচবিভাগ নির্মিত ব্যারেজ, বড়ো বড়ো বাঁধ, খাল প্রভৃতির পাশাপাশি সেচসেবিত কৃষিজমির উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া জরুরী । এজন্য মাইনর ক্যানালের পরবর্তী স্তরেও কৃষিজমিতে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেচ বিভাগের প্রকল্প আছে । তবে এই প্রকল্পের দ্বারা সব জমিতে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না । সেই সঙ্গে কৃষিজমিতে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে সমস্ত স্ট্রাকচার বা পরিকাঠামো তৈরী হয়েছিল উপযুক্ত

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই সব পরিকাঠামো অনেকক্ষেত্রে হয়ে গেছে । সংশ্লিষ্ট সেচ বিভাগের আধিকারিক বা বাস্তুকারদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে এইসব কাজের অনেকটাই ১০০ দিনের প্রকল্পের অর্থ নিয়ে রূপায়ন করা সম্ভব ।

২০০৬-০৭ সালে 'মাইনর ইরিগেশন সেনসাস' করা হলে এই রাজ্যের জেলাগুলিতে ৩২৯২টি বৃহত্তর জলাশয় চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলি সাধারনভাবে জলসেচের কাজে ব্যবহৃত হয় না । বিগত বছরগুলিতে এই ছবির বেশ কিছুটা পরিবর্তন হলেও এখনও প্রতি জেলাতেই এরকম বেশ কয়েকটি দীঘি, বাঁধ, বা অন্যান্য প্রচলিত জলাশয় পাওয়া যাবে, যেগুলি অনেকটাই মজে গেছে । মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সাহায্য নিয়ে এই সমস্ত ট্রাডিশ্যনাল ওয়াটার বডির সংস্কার / পুনঃখনন / পলি তোলার কাজ করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে অবশ্যই বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাব তৈরী করতে হবে ও প্রয়োজনে যন্ত্রকেন্দ্রীক কাজের জন্য অন্য কোন সহযোগী প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দের সংস্থান করতে হবে । মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে সংস্কার, পুনঃখনন বা পলিসংস্কারের কাজ অতি অবশ্যই সামগ্রিক সংস্কার হবে, পাড় চেঁছে দেওয়া বা কচুরিপানা পরিষ্কার করাতে সীমাবদ্ধ থাকবে না ।

৪) সমন্বয়

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা করার সময় বিভিন্ন বিভাগ ও প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে । গ্রামীণ এলাকায় কাজ করে এমন প্রায় প্রতিটি বিভাগের সঙ্গেই ১০০ দিনের কাজের সমন্বয়ের সুযোগ আছে । এই সমন্বয়ের ওপর রাজ্য সরকারের সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ের বিশেষ লক্ষ্য রয়েছে । সমন্বয়ের মূল কথা হবে উভয় বিভাগের এক ই ধরনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পারস্পরিক সুবিধা হবে এমন ক্ষেত্রগুলিতে অর্থ, শ্রম, প্রকল্প প্রস্তুতি, রূপায়ণ ও দেখাশোনার জন্য মিলিত উদ্যোগ । বিভাগ ভিত্তিক সমন্বয়ের অগ্রাধিকার হবে নিম্নরূপ :

১) কৃষি বিভাগ

২) আই.এন.আর.এম.

৩) আই.ডব্লু.এম.পি.

৪) কৃষি বিভাগের মালিকানাধীন কৃষিখামারে পুকুর খনন, সংস্কার, সেচের জন্য খাল খনন, প্রয়োজনে জমির সমতলীকরণ প্রভৃতি কাজ

তবে কোন অবস্থাতেই কৃষিখামারে চাষের জন্য শ্রমিকের যোগান ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে থেকে আসবে না। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে না এমন কাজও করা যাবে না।

৪.১) খাদ্য প্রক্রিয়াকরন ও উদ্যানপালন বিভাগ

i) দুই বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ফলের বাগান তৈরী

ii) যৌথ উদ্যোগে ফুলের বাগান তৈরী

এক্ষেত্রে ১০০ দিনের প্রকল্পের অর্থ থেকে যেমন সরাসরি চারা তৈরী করে নেওয়া যায়, তেমনই উদ্যানপালন বিভাগের নার্সারি থেকে চারা নিয়ে ফলের বাগান তৈরী করা যাবে। ফুলের বাগানের ক্ষেত্রে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের অর্থ কেবলমাত্র দীর্ঘমেয়াদী, এককালীন পরিকাঠামো তৈরীতে খরচ করা যাবে। এই পরিকাঠামোর মধ্যে বেড়া দেওয়ার কাজও থাকতে পারে, তবে একবারের জন্যই। এর মধ্যে পড়তে পরে গ্রীন হাউজ তৈরীর কাজও। কিন্তু সরাসরি চাষের কাজে বা বারংবার করতে হয় এমন কোন কাজে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

- চালু বা নতুন ফলের বাগানে ড্রিপ ইরিগেশন বা স্প্রিংকলার ইরিগেশনের ব্যবস্থা উদ্যানপালন বিভাগ করতে পারে।

৪.২) জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ -

- এই বিভাগের জলতীর্থ প্রকল্প রূপায়ণের কাজ ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের সমন্বয়ে করা সম্ভব
- জোড়, বড়ো নালা, মাঝারি নালা যেগুলির মাধ্যমে বিশেষত পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বৃষ্টির ও মাটি ধুয়ে বেরিয়ে যায় সেই সমস্ত জায়গায় জোড় বাঁধ, চেক ড্যাম, অ্যানিকাট, গালি প্লাগ প্রভৃতি কাজ ১০০ দিনের প্রকল্পের অর্থে করা সম্ভব।
- সেচপুকুর বা ফার্মপন্ড খননের কাজে ১০০ দিনের প্রকল্প থেকে অর্থ সংস্থান করতে হবে। এগুলি সবই ব্যক্তিগত উপকৃত কেন্দ্রিক প্রকল্প। স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট পরিবারকে জবকার্ডধারী হতে হবে ও ব্যক্তিগত উপকৃত হিসাবে প্রকল্প পাওয়ার উপযুক্ত হতে হবে। কোন অবস্থাতেই ব্যক্তিগত পুকুরের সংস্কার, পুনঃখনন, পলিসংস্কারের কাজ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে করা যাবে না।

৪.৩) কৃষি বিপনন বিভাগ -

এই বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ে 'আমার ফসল আমার চাতাল', আমার গোলা , ফসল সংরক্ষনের চালু পরিকাঠামো নির্মাণ - এই ধরনের কাজের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । তবে এখনও পর্যন্ত ১০০ দিনের কাজের তপশীলে ব্যক্তিগত পরিবারভিত্তিক কাজ হিসাবে এই প্রকল্পগুলি স্বীকৃতি পায় নি । যতক্ষন পর্যন্ত এই স্বীকৃতি না মিলছে ততদিন এই কাজগুলিকে ক্লাস্টার ভিত্তিক কমিউনিটি ওয়ার্ক হিসাবে দেখাতে হবে । এটি অন্যান্য কাজ বিভাগের মধ্যে ফসল পরবর্তী কাজ - ফসল সংরক্ষণের পরিকাঠামো বলে যে কাজটি অনুমোদিত কাজের তালিকায় আছে তার মধ্যে আসবে

- এছাড়া কৃষি বিপনন বিভাগের অধীনে যে সমস্ত নিয়ন্ত্রিত বাজার আছে ও যে সমস্ত কিষাণ মান্ডি আছে তার পরিকাঠামো তৈরীতেও ১০০ দিনের প্রকল্পে কাজ করা যেতে পারে ।

৪.৪) সেচ ও জলপথ বিভাগ

- নদীবাঁধ দৃঢ করার কাজ
- নদীবাঁধে ভূমিক্ষয় রোধের কাজ
- সেচ খালের খনন, পুনঃখনন, সংস্কার
- চেক ড্যাম, অ্যানিকাট প্রভৃতি পরিকাঠামো নির্মানের কাজ
- কম্যান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টগুলির এক্তিয়ারাধীন এলাকায় জলসেচের সুযোগ কৃষিজমিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মানের কাজ
- মজে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া নদীর পুর্ননির্মান
- নদীবাঁধ শক্ত করার তথা নদীতীরে ভুমিক্ষয় রোধের কাজে ভেটিভার ঘাসের ব্যবহারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে ।

৪.৫) ক্রীড়া বিভাগ -

এই বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ে গ্রামে / বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ তৈরী করার কাজ হাতে নেওয়া যেতে পারে ।

৪.৬) মৎস বিভাগ -

- ♦ মাছ পুকুর খনন (নতুন পুকুর যা র্ফাম পন্ড বিভাগের মধ্যে পড়বে)
- ♦ সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় মাছ শুকানোর পরিকাঠামো বা ফিস ড্রাইং ইয়ার্ড তৈরী
- ♦ বড়ো বড়ো বাঁওড় ও দীঘিতে মাছ নামানোর ঘাট বা ফিস ল্যান্ডিং স্টেশন তৈরী । এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মালিকানার জলাশয়ে করা যাবে না । কাজ কেবলমাত্র সরকারী বা সমষ্টির জলাশয়েই কাজটি করা যাবে ।
- ♦ সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক মাছের খামারে পুকুরে খনন, পুনঃখনন ও সহযোগী পরিকাঠামো নির্মান

৪.৭) বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ

- ♦ খেলার মাঠের উন্নয়ন
- ♦ বিদ্যালয়ের চারপাশে সজীব বেড়া নির্মান
- ♦ বিদ্যালয়ে ফাঁকা জমি থাকলে ফলের বাগান বা অন্যান্য প্রজাতির বনসৃজন

* ছাত্রাবাস / কিচেনের পাশে সার তৈরীর পরিকাঠামো নির্মান
* পুকুর খনন

৪.৮। প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ

- পোলট্রি শেড নির্মাণ
- গোশালা নির্মাণ
- ছাগলের ঘর নির্মাণ
- গোবর সার তৈরির পরিকাঠামো নির্মাণ
- অ্যাজোলা চাষ প্রভৃতি

এই সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প থেকে পরিকাঠামোটি তৈরি হবে। পাখি বা প্রাণীর যোগান দেবে প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ । এই যোগানের বিষয়ে নিশ্চিত হলেই কেবলমাত্র

পরিকাঠামো নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হবে। অ্যাজোলা চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদিত অ্যাজোলা বিক্রির ক্ষেত্রে সহায়তা দেবে ঐ বিভাগ।

৪.৯। বন বিভাগ

বনবিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ে

- সংরক্ষিত জঙ্গলে জলবিভাজিকা ভিত্তিক কাজ
- বনাঞ্চলে পুকুর খনন
- বনবিভাগের নার্সারি থেকে গাছের চারা সংগ্রহ
- সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ও তার বাইরের এলাকাতেও বনবিভাগের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণে ১০০ দিনের কাজের শ্রমদিবস ও রক্ষণাবেক্ষণে শ্রমদিবসের সহায়তা। এক্ষেত্রে প্রচলিত বৃক্ষপাট্টা ব্যবস্থার পরিবর্তে বনবিভাগ দ্বারা নির্দিষ্ট হারে বনসংরক্ষণ সমিতি বা এফ পি সির সদস্যদের ব্যবহার করা যাবে।
- ক্যাটল ট্রেঞ্চ, গাছ বেড়া প্রভৃতির মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর ও বন্যপ্রাণীর হাত থেকে ফসলের সংরক্ষণ ।

৪.১০। শিশুবিকাশ বিভাগ

শিশুবিকাশ বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের ৫ লক্ষ টাকা ও ঐ বিভাগের ২ লক্ষ টাকা খরচ করে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামো তৈরি। প্রয়োজন ও সম্ভব হলে এজন্য অন্য সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এই সাত লক্ষ টাকার সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।

শিশু বিকাশ বিভাগের অন্যতম লক্ষ্য শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার কমানো। এজন্য বাঁকুড়া জেলাতে অপুষ্ট শিশুদের চিহ্নিত করে সেই সমস্ত পরিবারের প্রাপ্তবয়স্কেদর পরিবার পিছু বছরে ১০০ দিন কাজ দেওয়ার পরিকল্পনা এ বছরেই করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই ঐ সমস্ত চিহ্নিত পরিবারগুলিতে ব্যক্তিগত উৎপাদনশীল সম্পদ তৈরি করা হচ্ছে যাতে করে সেই সম্পদের ব্যবহার

করে ঐ পরিবারগুলির খাদ্যের যোগান বাড়ানো যায়। বিভিন্ন পঞ্চায়েত এই ধরণের উদ্যোগ ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে আগামী বছর নিতে পারে।

৪.১১। বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি

- তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য ফ্লাই অ্যাশ ব্যবহারে ইঁট প্রস্তুতিতে এই বিভাগের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।
- অচিরাচরিত শক্তির উৎস হিসাবে জৈব গ্যাস তৈরির প্লান্ট স্থাপনের কাজেও এই বিভাগের সাহায্য নেওয়া যায়।

৪.১২। শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ

- এই রাজ্যে চা বাগিচাগুলি এই বিভাগের অধীন। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন চা বাগানে কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজে এবং সরকারের অধীন বা সরকারি মালিকানায় জমি ন্যস্ত এমন চা বাগানে এমন কি চা গাছ তৈরিতেও এই বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় ঘটানো সম্ভব।

৪.১৩। পরিবেশ বিভাগ

পরিবেশ বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় সম্ভব

- *বৃষ্টির জল ধরে রেখে ব্যবহার (রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং)-এর পরিকাঠামো* তৈরিতে (আপাতত বড় স্কুলগুলিতে এই পরিকাঠামো নির্মাণ করা যেতে পারে।
- কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনায়

৪.১৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

এই বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ে

- স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জমিতে গাছ লাগানো
- গাছ বেড়া
- ঔষধি বৃক্ষের বাগান তৈরি করার প্রকল্প হাতে নেওয়া যেতে পারে।

৪.১৫। গৃহ বা হাউজিং বিভাগ

- কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের বা যৌথ উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলে যে কোনও গৃহনির্মাণ প্রকল্পে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় ৯৫টি ও অন্যত্র সর্বত্র ৯০টি শ্রমদিবসের সংস্থান করতে হবে।

৪.১৬। এম এস এম ই বিভাগ

- এই বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ে সেরিকালচার -এর জন্য বনসৃজনের কাজ ১০০ দিনের প্রকল্প থেকে করা যেতে পারে।

৪.১৭। ভূমি ও ভূমি সংস্কার

এই বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পে জমি পেয়েছে এমন পরিবারের

- জমির সমতলীকরণ বা উন্নয়ন
- খামার পুকুর খনন
- বনসৃজন ও
- গৃহনির্মাণ প্রকল্পে অতিরিক্ত ৯০ থেকে ৯৫ দিনের অদক্ষ শ্রমের মজুরি দেওয়া সম্ভব ।

৪.১৮। জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ

- জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের দায়িত্ব ১০০ দিনের কাজ ও শিশু বিকাশ বিভাগের সমন্বয়ে যে সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি তৈরি হবে সেখানে নলকূপ বা অন্য সূত্র থেকে পানীয় জলের যোগানের ব্যবস্থা করা।
- ভূগর্ভস্থ জলস্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণ, নতুন টিউবওয়েল বসানো এবং পুরনো টিউবওয়েল গুলি ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হবে।
- সিপেজ ট্যাঙ্ক ও পারকোলেশন ট্যাঙ্ক নির্মাণের কাজ করতে হবে।
- অন্য দিকে ১০০ দিনের কাজের অর্থ দিয়ে সমস্ত সরকারি বা পঞ্চায়েতে ন্যস্ত, সমষ্টিগত নলকূপের পাড় বাঁধানো (চাতাল তৈরি করে), নলকূপ থেকে পাকা ড্রেন ও ড্রেনের শেষে

জলশোষক গর্ত তৈরি করে দিতে হবে। জনস্বার্থে এই কাজটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা দরকার।

৪.১৯। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সঙ্গে এই তিন আঞ্চলিক বিভাগের সমন্বয়ে বিভিন্ন ধরণের পরিকাঠামো উন্নয়নের ও জীবিকা উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া যেতে পারে। এই সঙ্গে সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের প্রসারে ম্যানগ্রোভ নার্সারি, ম্যানগ্রোভ সৃজনের মতো বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করতে পারে। এছাড়াও এই জায়গার উপযুক্ত অন্যান্য বৃক্ষরোপণ, কৃষি ও মাছের চাষ, নদী পাড় মেরামত, গ্রামের রাস্তা তৈরির মতো কাজও করা যেতে পারে। এই তিন বিভাগের ক্ষেত্রেই পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও বৈতরণী নামে শ্মশানের পরিকাঠামো তৈরির কাজ।

৪.২০। পর্যটন বিভাগ

পর্যটন বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিকভাবে আকর্ষণীয় ও অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রে বা তার আশপাশে পরিবেশ পর্যটন, পর্যটক গ্রাম, ইকো-ট্যুরিজম পার্ক প্রভৃতি স্থাপনে কাজ হতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রমনিবিড় কাজগুলি ১০০ দিনের প্রকল্প থেকে ও মূলধন নিবিড় কাজগুলি সাধারণভাবে বিভাগীয় অর্থ থেকে রূপায়ণ করতে হবে। অন্য কোনও প্রকল্পের সমন্বয়ও খোঁজা যেতে পারে।

৪.২১। পৌর বিষয়ক বিভাগ

পৌর বিষয়ক বিভাগের কাজ শহরাঞ্চলে। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প রূপায়িত হয় গ্রামাঞ্চলে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই দুই কাজের মধ্যে সমন্বয়ের সুযোগ কম। কিন্তু ঐ বিভাগদুটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সমন্বয়ের জন্য উৎসাহ দেখিয়েছে। প্রথমত, কঠিন বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা। এক্ষেত্রে শহর লাগোয়া গ্রামাঞ্চলে জমি দিতে পারলে ঐ বিভাগ সেই জমিতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামো নির্মাণে সহায়তা দিতে পারে। এক্ষেত্রে ঐ পরিকাঠামোয় সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এলাকার বর্জ্যের পাশাপাশিই ঐ পৌর এলাকার বর্জ্যও নিয়ে আসার ব্যবস্থা হবে। ঐ

বর্জ্যের মধ্যে পচনশীল অংশ ব্যবহার করে সার তৈরি করতে পারলে তা পঞ্চায়েতের তহবিলে জমা পড়বে। ঐ তহবিল থেকেই ঐ পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কর্মীবৃন্দের মজুরি বা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২২। নগরোন্নয়ন বিভাগ

এই বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ে পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সঙ্গে সংযোগের বিশেষ পরিকল্পনা নিতে হবে।

৪.২৩। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অন্যান্য প্রকল্প

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির সঙ্গে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের সমন্বয় সম্ভব

- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা
- প্রধামনন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা
- মিশন নির্মল বাংলা
- সি এ ডি পি
- আজীবিকা বা আনন্দধারা
- গ্রাম পঞ্চায়েত সশক্তিকরণ প্রকল্প
- কেন্দ্রীয় ও রাজ্য অর্থ কমিশনের অর্থ
- পঞ্চায়েতের নিজস্ব অর্থ

এই ক্ষেত্রগুলির প্রতিটিতেই অনেকধরণের সমন্বয়ের সুযোগ আছে এবং পরিকল্পনা করে সেই সুয়োগের ব্যবহার করতে হবে। ১০০ দিনের প্রকল্প রূপায়ণে যত বেশি করে সম্ভব স্বনির্ভর দল, দলের সদস্যা, ক্লাস্টার ও ফেডারেশনগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে হবে। এই যোগ সম্ভব

পরিকল্পনা তৈরিতে, প্রচার-প্রসারের কাজে, পরিকল্পনা রূপায়ণে, দেখাশোনার কাজে- সর্বত্রই। এই সংযোগ যত বাড়ানো যাবে, তত বেশি রাজ্য নারীর ক্ষমতায়ণে এগিয়ে যাবে।

৪.২৪। অন্যান্য কিছু কিছু কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়

- ন্যাশনাল বাম্বু মিশন
- বিভিন্ন ফসলের বা ফলের ওপর জাতীয় সম্পদ কেন্দ্র, কোকোনাট ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের সমন্বয় সম্ভব।

সামগ্রিকভাবে সমন্বয়ের পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি হবেন জেলায় জেলাশাসক, ব্লকে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। এই তিন স্তরে সমন্বিত উদ্যোগই পারে সমন্বয়কে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিতে। সমন্বয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রকল্প বা স্কিম তৈরি করার সময় এই ধরণের যৌথ কাজের ক্ষেত্রেও একটি করে স্কিমই তৈরি হবে যার 'ক' অংশ রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প রূপায়ণকারী কর্তৃপক্ষ ও 'খ' অংশ রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ। উভয়পক্ষের সম্মতি স্বাপেক্ষে রূপায়ণের দায়িত্ব এক হাতেও দেওয়া যেতে পারে। তবে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্ব স্ব প্রোগ্রাম বা বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী হিসাব রাখতে হবে।

৫। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে বর্তমানে যে যে কাজ করা যেতে পারে

আইনের প্রথম তপশীলে কতগুলি মূল বিভাগে রূপায়ণযোগ্য কাজের কথা বলা হয়েছে ও তার ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক মোট ১৫২ রকমের কাজের অনুমোদন দিয়েছে। এই তালিকা পরিবর্তনশীল ও ভবিষ্যতে এখানে নতুন কাজ যুক্ত হতেই পারে। তবে তা সম্ভব কেবলমাত্র তখনই যখন ঐ কাজ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের সঙ্গে সংযুক্ত তপশীল ১-এ অনুমোদিত কাজ হিসাবে যুক্ত হবে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে তত দিন সমস্ত কাজ এই ১৫২টি কাজের তালিকা থেকেই করতে হবে।

কাজের বিবরণ নিয়ে যাতে সংশয় তৈরি না হয়, সেজন্য এখানে কাজগুলি চিহ্নিত করতে বাংলা হরফে ইংরাজী শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

৫.১। ওয়াটার কনজারভেশন ও ওয়াটার হারভেস্টিং

১। অ্যানিকাট

২। আর্টিফিশয়াল রিচার্জ অফ ওয়েল থ্রু স্যান্ড ফিল্টার

৩। চেক ড্যাম।

৪। আর্দেন ড্যাম

৫। ফার্ম পন্ড

৬। ফিডার চ্যানেল

৭। মিনি পারকোলেশন ট্যাঙ্ক

৮। স্টপ ড্যাম

৯। সাব সারফেস ড্যাম

১০। সাঙ্কেন পন্ড

১১। আন্ডারগ্রাউন্ড ডাইক

১২। বোল্ডার চেক

১৩। ওয়াটার অ্যাবসর্পশন ট্রেঞ্চ

১৪। বক্স ট্রেঞ্চেস

১৫। কন্টিনিউয়াস কন্ট্যুর ট্রেঞ্চ

১৬। কন্ট্যুর বান্ড

১৭। ডাইভারশান ড্রেইন

১৮। আর্দেন বান্ডিং

১৯। আর্দেন গালি প্লাগ

২০। গ্যাবিয়ন

২১। ল্যুস বোল্ডার স্ট্রাকচার

২২। স্ট্যাগার্ড ট্রেঞ্চ

২৩। স্টোন বান্ড

৫.২। ওয়াটার হারভেস্টিং

২৪। রিনোভেশন অব ট্র্যাডিশনাল ওয়াটার বডিস (ডিসিল্টিং)

২৫। রিনোভেশন অব ট্র্যাডিশনাল ওয়াটার বডিস (রিনোভশেন)

২৬। রিনোভেশন অব ট্র্যাডিশনাল ওয়াটার বডিস (স্ট্রেংদেনিং অব এমব্যাঙ্কমেন্ট)

৫.৩। মাইক্রো ইরিগেশন ওয়ার্কস

২৭। কনস্ট্রাকশন অব ক্যানাল, ডিস্ট্রিবিউটরি অ্যান্ড মাইনর

২৮। লিফ্ট ইরিগেশন

২৯। রিহ্যাবিলিটেশন অব মাইনরস, সাব মাইনরস

৩০। কমিউনিটি ওয়েলস ফর ইরিগেশন

৩১। লাইনিং অব ক্যানালস

৫.৪। ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট

৩২। পেবল বান্ডিং

৩৩। স্টোন টেরাসিং

৩৪। আর্দেন বান্ডিং

৩৫। স্টোন বান্ড

৩৬। ডেভেলপমেন্ট অব ওয়েস্ট ল্যান্ড

৩৭। ল্যান্ড লেভেলিং

৩৮। রিক্ল্যামেশন অব ল্যান্ড

৫.৫। ড্রাউট প্রুফিং

৩৯। অ্যাফরেস্টেশন

৪০। ইকো রেস্টোরেশন অব ফরেস্ট

৪১। ফরেস্ট প্রোটেকশন

৪২। গ্রাস ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সিলভি প্যাস্টার

৪৩। নার্সারি রেইজিং

৪৪। প্ল্যান্টেশন ইন গভর্নমেন্ট প্রেমিসেস

৪৫। রোড বা ক্যানাল সাইড প্ল্যানটেশন

৪৬। প্ল্যানটেশন

৫.৬। ড্রিংকিং ওয়াটার

৪৭। রিচার্জ পিট

৪৮। ডাগওয়েল

৪৯। সোক পিট

৫.৭। কোস্টাল এরিয়া

৫০। বেল্ট ভেজিটেশন

৫১। স্টর্ম ওয়াটার ড্রেইন ফর কোস্টাল প্রোটেকশন

৫২। ফিস ড্রাইং ইয়ার্ড

৫.৮। <u>ফ্লাড কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রোটেকশন</u>

৫৩। চর রেনোভেশন

৫৪। ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড লিঙ্ক ড্রেইনস

৫৫। স্টর্ম ওয়াটার ড্রেইনস

৫৬। ক্রস বন্ড

৫৭। ডিপেনিং অ্যান্ড রিপেয়ার অব ফ্লাড চ্যানেলস

৫৮। ডিসিল্টিং

৫৯। ডাইভারশন চ্যানেল

৬০। ডাইভারশন ওয়েয়ার

৬১। ড্রেনেজ ইন ওয়াটার লগড্ এরিয়াস

৬২। পেরিফেরাল বান্ডিং

৬৩। স্পার্স অ্যান্ড টরেন্ট কন্ট্রোল মেজারস্

৬৪। স্ট্রেনদেনিং অব এমব্যাঙ্কমেন্ট

৬৫। রেস্টোরেশন অব পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার

৬৬। বায়ো ড্রেনেজ

৫.৯। <u>রুরাল স্যানিটেশন</u>

৬৭। স্টেবিলাইজেশন পন্ড

৬৮। কম্পোস্ট পিট

৬৯। অঙ্গনওয়াড়ি টয়লেট

৭০। ড্রেনেজ চ্যানেল

৭১। ইন্ডিভিজুয়াল হাউসহোল্ড ল্যাট্রিন

৭২। স্কুল টয়লেট ইউনিট

৭৩। সোকেজ চ্যানেল বা পিট

৫.১০। ফিশারিজ

৭৪। এক্সক্যাভেশন অব পন্ড

৭৫। ফিস ড্রাইং প্ল্যাটফর্ম

৫.১১। অঙ্গনওয়াড়ি বা আদার রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার

৭৬। ওয়ার্কশেড ফর লাইভলিহুড অ্যাক্টিভিটি অব এসএইচজি

৭৭। অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার

৭৮। কনস্ট্রাকশন অব বিল্ডিং ফর ফেডারেশন অব উইমেন এসএইচজি

৭৯। কনস্ট্রাকশন অব বিল্ডিং ফর গ্রাম পঞ্চায়েত

৮০। কনস্ট্রাকশন অব সাইক্লোন সেন্টার

৮১। কনস্ট্রাকশন অব ভিলেজ হাট

৮২। ক্রিমেটোরিয়াম

৫.১২। এস কে (ভারত নির্মাণ রাজীব গান্ধী সেবা কেন্দ্র)

৮৩। নিউ কনস্ট্রাকশন

৮৪। আপগ্রেডেশন বা এক্সটেনশন অব পঞ্চায়েত ভবন

৫.১৩। ফুড গ্রেইন

৮৫। ফুড গ্রেইন স্টোরেজ স্ট্রাকচার

৫.১৪। প্লে গ্রাউন্ড

৮৬। ডেভেলপমেন্ট অব প্লে গ্রাউন্ড

৫.১৫। রুরাল কানেক্টিভিটি

৮৭। ভিলেজ ড্রেইন

৮৮। বিটুমেন টপ

৮৯। সিমেন্ট কংক্রিট

৯০। ক্রস ড্রেনেজ

৯১। গ্র্যাভেল রোড

৯২। ইন্টারলকিং সিমেন্ট ব্লক রোড

৯৩। খরঞ্জ (ব্রিক বা স্টোন)

৯৪। মেটাল ফার্স্ট কোট

৯৫। মেটাল সেকেন্ড কোট

৯৬। মিট্টি মোরাম রোড

৯৭। রেস্টোরেশন অব রোডস

৯৮। ডব্লু বি এম

(এখানে শুধুমাত্র মাটির রাস্তার কাজ এখন আর অনুমোদিত কাজের তালিকায় নেই। তাই এই কাজ আর করা যাবে না।)

৫.১৬। আদার ওয়ার্কর্স

৯৯। প্রোডাকশন অব বিল্ডিং মেটিরিয়াল

১০০। মেইনটেন্যান্স অব রুরাল পাবলিক অ্যাসেটস

১০১। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর নাডেপ কম্পোস্টিং (এসএইচজি)

১০২। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর ভার্মি কম্পোস্টিং (এসএইচজি)

১০৩। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর বার্কলে কম্পোস্টিং(এসএইচজি)

১০৪। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর লিক্যুইড বায়ো ম্যানিওর(এসএইচজি)

১০৫। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর বায়ো ফার্টিলাইজার- আদার (টু বি মেনশনড) (এসএইচজি)

১০৬। পোস্ট হারভেস্ট ফেসিলিটি ইনক্লুডিং পাক্কা স্টোরেজ ফেসিলিটি ফর এগ্রিকালচারাল প্রোডিউস (টু বি মেনশনড) (এসএইচজি)

৫.১৭। ওয়ার্কস ইন ইন্ডিভিজুয়াল ল্যান্ড

১০৭। আর্দেন গালি প্লাগ

১০৮। লুস বোল্ডার স্ট্রাকচার

১০৯। রিচার্জ পিট

১১০। রিক্ল্যামেশন অব ল্যান্ড

১১১। সোক পিট

১১২। কনস্ট্রাকশন অব কন্ট্যুর

১১৩। কনস্ট্রাকশন অব ড্রেনেজ চ্যানেলস

১১৪। কনস্ট্রাকশন অব ফার্ম বান্ডিং

১১৫। কনস্ট্রাকশন অব গ্রেডেড বান্ড

১১৬। কনস্ট্রাকশন অব ওয়াটার কোর্সেস বা ফিল্ড চ্যানেল

১১৭। ডাগ ওয়েল

১১৮। ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট

১১৯। ল্যান্ড লেভেলিং অ্যান্ড শেপিং

১২০। লাইনিং অব ওয়াটার কোর্সেস বা ফিল্ড চ্যানেল

১২১। ওয়েল

১২২। ক্রস বন্ড

১২৩। ডিপেনিং অ্যান্ড রিপেয়ার অব ফ্লাড চ্যানেলস

১২৪। ডাইভারশন চ্যানেল

১২৫। ড্রেনেজ ইন ওয়াটার লগড এরিয়াস

১২৬। পেরিফেরাল বান্ডিং

১২৭। প্ল্যানটেশন

১২৮। বায়ো ড্রেনেজ

১২৯। বেল্ট ভেজিটেশন

১৩০। নার্সারি রেইজিং

১৩১। বাউন্ডারি প্ল্যানটেশন

১৩২। হর্টিকালচার

১৩৩। সেরিকালচার

১৩৪। ডেভেলপমেন্ট অব ওয়েস্ট ল্যান্ড

১৩৫। ডেভেলপমেন্ট অব ওয়েস্ট বা ফ্যালো ল্যান্ড

১৩৬। রিক্ল্যামেশন অব স্যালাইন বা অ্যালকালাইন ল্যান্ড

১৩৭। কম্পোস্ট পিট

১৩৮। নাডেপ কম্পোস্টিং

১৩৯। বাকর্লে কম্পোস্ট পিট

১৪০। লিকুইড বায়ো ম্যানিওর (সঞ্জীবক বা অমৃত পানি)

১৪১। ভার্মি কম্পোস্টিং

১৪২। হাউজেস (স্টেট স্কিম)

১৪৩। আই এ ওয়াই হাউজেস

১৪৪। অ্যাজোলা অ্যাজ ক্যাটেল ফিড সাপ্লিমেন্ট

১৪৫। ক্যাটেল শেড

১৪৬। গোট শেল্টার

১৪৭। পিগারি শেড

১৪৮। পোলট্রি শেল্টার

১৪৯। ফার্ম পন্ড

১৫০। আর্টিফিসিয়াল রিচার্জ অব ওয়েল থ্রু স্যান্ড ফিল্টার

১৫১। বোল্ডার চেক

১৫২। কন্ট্যুর বান্ডস

৬। পরিকল্পনা প্রস্তুতির প্রক্রিয়া

ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা জি পি ডি পি-র উপ পরিকল্পনা হিসাবে গণ্য হবে। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজ জিপিডিপির সঙ্গে ও ঐ পরিকল্পনার সহায়কদের ব্যবহার করেই হবে। তবে ১০০ দিনের কাজের পরিকল্পনা প্রস্তুতিতে যেহেতু বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা জবসিকারদের যুক্ত করে চলেছি, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়ক দল বা জিপিএফটি যা জিপিডিপিতে গঠন করার কথা সেই দলে ১০০ দিনের কাজের পরিকল্পনা করার জন্য সংসদ পিছু ২ জন করে অতিরিক্ত সদস্য বা সদস্যা যুক্ত করে নিতে হবে। এদের মধ্যে একজন অবশ্যই মহিলা ও স্বনির্ভর দলের সদস্যা হবেন। দুজনেই হলে আমাদের আপত্তি নেই। এই দুজনের বা অন্ততপক্ষে একজনের বিগত বছরে গ্রাম সংসদের তথাকথিত লেবার বাজেট প্রস্তুতিতে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। কর্মী চিহ্নিত করার সাথে সাথে চলবে প্রশিক্ষণের পালা। প্রশিক্ষণ হবে জেলা, ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে। প্রশিক্ষণে একদিকে জিপিডিপি বিষয়ে, অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প বিষয়ে আলোচনা হবে। প্রশিক্ষণে অন্ততঃ এক বা দুই ঘন্টা সময় রাখতে

হবে দুটি বিষয়ে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা দুটি একসঙ্গে বসে পড়ার জন্য।

প্রশিক্ষণে পরিকল্পনার প্রেক্ষাপট, দিশা, পদ্ধতিপ্রকরণ ও মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে আগামী অর্থবর্ষের অগ্রাধিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। পরিকল্পনার পদ্ধতিগত আলোচনার মধ্যে আশু পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার কথা মাথায় রেখে ৪ বা ৬টি সহভাগী প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে আলোচনা গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনাঃ রচনা ও রূপায়ণের নির্দেশইকার সংযোজনী ১-এ দেওয়া আছে।

৬.১। ১০০ দিনের কাজের উপ পরিকল্পনা রচনার জন্য আমরা-

(ক) ভেদরেখা চিত্র বা ট্রানসেক্ট ডায়াগ্রাম তৈরির মাধ্যমে সমগ্র গ্রামটিকে একবার দেখে নেব ও এলাকার অবস্থান অনুযায়ী বৈচিত্র্যগুলিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

(খ) এরপর যখন গ্রামে কোনও একটা জায়গায় একসঙ্গে বসা হবে তখন গ্রামের একটি সহভাগী মানচিত্র তৈরি করে ফেলবো। এক্ষেত্রে গ্রাম সম্পদের মানচিত্রের পাশাপাশিই গ্রামের সামাজিক মানচিত্রটাও তৈরি করে ফেলতে হবে।

(গ) ১০০ দিনের কাজের উপপরিকল্পনা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে ভালো থাকার নিরিখে পরিবারের শ্রেণীবিভাগ বা 'ওয়েল বিয়িং রাঙ্কিং'। কাজটি স্পর্শকাতর। এক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করব ১০০ দিনের কাজের নিরিখে সবচেয়ে দুর্বল ১০০টি মতো পরিবারকে চিহ্নিত করার। অবশ্যই দেখতে হবে আইনের বিধানে ব্যক্তিগত সম্পদের কাজ করা যায় শুধুমাত্র এমন পরিবারগুলিকেই চিহ্নিত করা যাচ্ছে কি না। এই পরিবারগুলিকে ওখানেই পাওয়া গেলে সমষ্টিগত প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং ওখানে উপস্থিত না থাকলে তাদের বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে জানতে হবে তাঁরা-

- আগামী বছরে ১০০ দিন কাজ করতে ইচ্ছুক কিনা
- পরিবারের জমিতে বা বাস্তুতে কাজ করতে চাইলে কোন ধরণের কাজ করতে উৎসাহী।

(এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার থাকবে গৃহনির্মাণ- গৃহনির্মাণের প্রকল্পে সহায়তার জন্য চিহ্নিত হলে, পারিবারিক শৌচাগার- শৌচাগার না থাকলে, সার তৈরির পরিকাঠামো- পঞ্চায়েতে নির্মিত বৃহত্তর পরিকাঠামোতে বর্জ্য পাঠানোর সুযোগ না থাকলে, সেচ পুকুর বা ফার্ম পণ্ড, মাছ পুকুর, ফলের বাগান, মুরগী- ছাগল-গরু পালনের ঘর তৈরি- এগুলির ওপর)

– পরিবারের নিজস্ব জমিতে এধরণের কাজের সুযোগ না থাকলে সমষ্টিগত যে সমস্ত প্রকল্পে তাঁরা কাজ করতে যেতে পারেন এমন কাজগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে।

(ঘ) সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা পরিবারের সদস্যদের জন্য করণীয় কাজগুলিকে চিহ্নিত করার পর আবার গ্রামে বসে সমস্যা সমাধানের ছক তৈরি করে সামাধানের জন্য করণীয় কাজগুলির অগ্রাধিকারগুলিকে চিহ্নিত করে ফেলতে হবে। এই অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার সময় সামগ্রিকভাবে জাতীয়-রাজ্যস্তরের ও স্থানীয় অগ্রাধিকারগুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। গুরুত্ব দিতে হবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা, কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজ, সামাজিক পরিকাঠামো, অন্য বিভাগ ও প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় প্রভৃতি বিষয়ের ওপর। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে।

(ঙ) সমগ্র প্রক্রিয়াটি শেষ হয়ে গেলে নিম্নলিখিত ছকগুলি উঠে আসবে

– গ্রাম সংসদ এলাকায় কতগুলি পরিবার, কতদিন করে মোট কতদিন ১০০ দিনের প্রকল্পে আগামী বছরে কাজ করতে পারে, তার মাসভিত্তিক ভাগ সহ
– এই কাজ করতে হলে কোন কোন ক্ষেত্রে কতগুলি ও কি কি প্রকল্প হাতে নিতে হবে
– প্রকল্পগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত উপকৃত কেন্দ্রীক কাজের তালিকা- পরিবার ভিত্তিক
– গ্রাম ভিত্তিক কাজের তালিকা- বিভাগ ভিত্তিক
– অগ্রাধিকারের কাজগুলি- সংখ্যা, বিবরণ, অর্থের প্রয়োজনীয়তা
– সমন্বয়ের কাজগুলি- সংখ্যা, বিবরণ, অর্থের প্রয়োজনীয়তা
– আগামী বছরে যে কাজগুলি পরিকল্পনায় উঠে আসছে-শ্রমদিবসের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে-তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ

এই সমগ্র পরিকল্পনার ছকটি ওখানেই গ্রাম সংসদের অনুমোদন করিয়ে নিয়ে পরবর্তী কাজের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে দিয়ে দিতে হবে।

৬.২। গ্রাম স্তরের পরবর্তীতে গ্রাম পঞ্চায়েতে করণীয় কাজ

(ক) গ্রাম সংসদগুলি থেকে উঠে আসা পরিকল্পনাগুলিকে একত্রিত করে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রথমেই একটি ছকে গ্রাম সংসদ ভিত্তিক, মাস ভিত্তিক পরিবারগুলির কাজের চাহিদার অঙ্কটি ছকে নেবে । এক্ষেত্রে মূল তথ্য হবে কোন মাসে কতগুলি পরিবার কতদিন করে কাজ করবে ও তাতে কত শ্রমদিবস তৈরি হবে।

(খ) শ্রম দিবসের হিসেব পাওয়া গেলেই তৈরি করে ফেলতে হবে, এরজন্য কত অর্থ লাগবে। প্রাথমিকভাবে অদক্ষ শ্রমিকের মজুরির পরিমাণ মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৬০ শতাংশ ধরে নিয়ে অতিরিক্ত ৪০ শতাংশ অর্থ মাল মশলা ক্রয়ের খাতে (অর্ধ দক্ষ ও দক্ষ শ্রমিকের মজুরি সহ) ব্যয়যোগ্য হিসাবে ধরে নিয়ে ছকটা তৈরি করতে হবে। পরবর্তী কালে প্রতিটি স্বতন্ত্র কাজের প্রাককলন প্রস্তুত হয়ে গেলে এই ভাগাভাগির পরিবর্তন ঘটতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, কোনও অবস্থাতেই এক বছরে সমগ্র জেলাতে মোট খরচের ৬০ শতাংশের কম অদক্ষ শ্রমের মজুরি বাবদ খরচ হবে না।

(গ) ছকটি তৈরি হয়ে গেলে তা এন আর ই জি এ পোর্টালে তুলে দিতে হবে ও ব্লকে প্রোগ্রাম অফিসারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে।

(ঘ) এই তালিকার মধ্যে বেশিরভাগ কাজই গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেই প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা হিসাবে রূপায়ণ করতে পারবে। এমন কিছু কাজও গ্রাম সংসদ স্তর থেকে উঠে আসবে যার রূপায়ণকারী কর্তৃপক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত না হয়ে পঞ্চায়েত সমিতি বা কোনও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ (লাইন ডিপার্টমেন্ট)হবে। এই ভাগাভাগিটা ব্লকে পাঠানো ছকে উল্লেখ করে দিতে হবে।

৬.৩। ব্লক স্তরে করণীয় কাজ-

সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নির্দিষ্ট ছকে প্রস্তাব পাওয়া গেলে ব্লক স্তরের কাজ হবে ঐ সব প্রস্তাবগুলি একত্রিত করা। একটি এক্সেল ফাইলে আলাদা আলাদা এক্সেল শিটে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির লেবার বাজেট অর্থাৎ কতগুলি পরিবার কোন মাসে কতদিন করে কাজ করবে

ও সেজন্য কত অর্থ ব্যয় হবে, কতগুলি পরিবার ১০০ দিন কাজ করবে বলে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে এই সব তথ্য সংকলন করবে। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত এক্সেল শিটে পঞ্চায়েত সমিতি প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে এমন তথ্যগুলিও সঙ্কলিত হবে। সবমিলিয়ে সংকলিত তথ্যাবলী পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদন সহ জেলা স্তরে জেলা প্রকল্প আধিকারিককে পাঠিয়ে দিতে হবে।

৬.৪। ব্লক থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পরে জেলা স্তরে করণীয় কাজ-

সবকটি ব্লক থেকে প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়ার পরে জেলা স্তরে সংকলনের কাজ শুরু হবে। জেলাতে ব্লক ভিত্তিক, গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক তথ্য সংকলিত হবে। সেই সঙ্গে সংকলিত হবে পঞ্চায়েত সমিতি প্রকল্প রূপায়ণকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করতে চেয়েছে এমন প্রস্তাবগুলিও। ব্লকস্তর থেকে উঠে আসা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রূপায়ণযোগ্য প্রস্তাবগুলি নিয়ে জেলাস্তরের বিভিন্ন সমন্বয়ের উপযোগী বিভাগগুলির সঙ্গে আলোচনার জন্য ডাকতে হবে। ঐ বৈঠকে নিচ থেকে প্রস্তাব হিসাবে উঠে আসেনি অথচ সম্ভাব্য সমন্বয়ের পরিকল্পনার মধ্যে থাকা দরকার এমন প্রস্তাবগুলি পেশ করার জন্য বিভাগীয় আধিকারিকদের অনুরোধ করা হবে। সেইসব অতিরিক্ত প্রকল্প প্রস্তাবগুলি পাওয়া গেলে সেগুলি নিয়ে জেলাস্তরের বিভিন্ন সমন্বয়ের উপযোগী বিভাগগুলির সঙ্গে আলোচনার জন্য বৈঠক ডাকতে হবে। ঐ বৈঠকে নিচ থেকে প্রস্তাব উঠে আসেনি অথচ সম্ভাব্য সমন্বয়ের পরিকল্পনার মধ্যে থাকা দরকার এমন প্রস্তাবগুলি পেশ করার জন্য বিভাগীয় আধিকারিকদের অনুরোধ করা হবে। সেই সব অতিরিক্ত প্রকল্প প্রস্তাবগুলি পাওয়া গেলে সেগুলি নিয়ে জেলা স্তরে পর্যালোচনা করে তা পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যেহেতু প্রকল্প চিহ্নিতকরণের ও অনুমোদনের দায়িত্ব গ্রামসভার, সেজন্য ঐসব অতিরিক্ত প্রকল্প প্রস্তাবগুলি অন্তর্ভূক্তিকরণের জন্য ব্লকের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানাতে হবে। তবে জেলাস্তরের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা রূপায়ণযোগ্য কাজগুলির ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদন পেলেই হবে।

সবমিলিয়ে সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের, পঞ্চায়েত সমিতির ও জেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা একত্রে জেলা পরিষদের অনুমোদন নিয়ে জেলা রাজ্যস্তরে পাঠাবে ও কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় স্তরের এমপাওয়ারমেন্ট কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সেটাই হবে জেলার বার্ষিক লেবার বাজেট তথা বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা।

৭। পরিকল্পনার সময়সূচী

- জেলা স্তরের প্রশিক্ষণসহ ব্লকস্তরের প্রশিক্ষণ শেষ করে ফেলতে হবে ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে
- গ্রাম স্তরে সহভাগী প্রক্রিয়ায় তথ্যসংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজ শেষ হবে ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে
- জেলার সামগ্রিক বার্ষিক পরিকল্পনা রাজ্যস্তরে পেশ করতে হবে ২রা জানুয়ারির মধ্যে

৮। উপসংহার

সহভাগী প্রক্রিয়ায় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা পরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজটি এভাবে তৈরি হলে সেটাই হবে জিপিডিপি-র প্রথম উপ পরিকল্পনা। এই উপ পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকায় প্রদত্ত বিষয়গুলি ও অগ্রাধিকারগুলিকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে। আগামী অর্থবর্ষে এই প্রকল্পে এইসব অনুমোদিত কাজের বাইরে কোনও কাজই হাতে নেওয়া যাবে না। এইসব অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিতে কোমন কাজ হচ্ছে সেটি নিয়মিত ভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। অতি অবশ্যই সর্বাধিক গুরুত্ব থাকবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে বছরে ১০০ দিন কাজ দেওয়া, উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৬০ শতাংশ অর্থব্যয়ের ওপর।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাজ্য মহাত্মা গান্ধী এন.আর.ই.জি.এ. সেল, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ১০৬